জবি মার্কেটিং বিভাগের ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

- এআই ও শিল্পসংযোগের ওপর গুরুত্ব

জবি প্রতিনিধি

প্রকাশ: ০৫ জুলাই, ২০২৬ ২২:৫৯

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) মার্কেটিং বিভাগের ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার দিনব্যাপী আলোচনা ও একাডেমিক সেশনের আয়োজন করা হয়। বিভাগের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিভাগের দীর্ঘ পথচলা, একাডেমিক অর্জন, গবেষণা, ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হয়।

একই সঙ্গে একাডেমিয়া ও কর্পোরেট জগতের মধ্যে কার্যকর সংযোগ, আধুনিক বিপণন চর্চা এবং শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার প্রস্তুতির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন। তিনি বলেন, ‘এ ধরনের আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আনন্দ ও গর্বের বিষয়। দেশের স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিপুলসংখ্যক কর্পোরেট

প্রতিনিধির উপস্থিতি অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করেছে।

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, কর্পোরেট ব্যক্তিত্বদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের ক্যারিয়ার পরিকল্পনা সুদৃঢ় করতে হবে।' একই সঙ্গে তিনি মার্কেটিং শিক্ষার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা, পরিবর্তিত বৈশ্বিক বাস্তবতায় উদ্ভাবনী চিন্তার গুরুত্ব এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ইমরানুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন এবং বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহা. আলী নূর। অনুষ্ঠানে বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন মার্কেটিং বিভাগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গৌরবোজ্জ্বল বিভাগ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বিভাগের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর নেতৃত্ব, একাডেমিক মানোন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের সাফল্যের প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে 'মার্কেটিংয়ে শ্রেষ্ঠত্ব বিপণনে একাডেমিক গবেষণা ও অনুশীলন' শীর্ষক আলোচনায় মার্কেটিং-এ বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মার্কেটিংয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে মার্কেটিং বিষয়ে অভিজ্ঞ একাডেমিক ও কর্পোরেট ব্যক্তিত্বরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। একইসাথে 'ইন্ডাস্ট্রি ৪.০-এর অধীনে মার্কেটিং' বিষয়ক আলোচনায় শিল্পখাতে সাম্প্রতিক মার্কেটিং কৌশল, শিল্প-চালিত মার্কেটিং উন্নয়ন, শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনে মার্কেটিং শিক্ষার ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন সেশনে বিপণন বিষয়ে অভিজ্ঞ একাডেমিক এবং দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্পোরেট প্রতিনিধি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং ডেনমার্কের অ্যালবর্গ ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. বখতিয়ার রানা, পঞ্চব্রীহি ধানের উদ্ভাবক ও কৃষাণ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ড. আবেদ চৌধুরী, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মামদুদুর রশিদ, পূবালী ব্যাংক পিএলসির জেনারেল ম্যানেজার রফিকুল ইসলাম, মেটলাইফের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর আলাউদ্দিন, বিডিজবসের হেড অব প্রোগ্রাম মো. আলী ফিরোজসহ দেশের খ্যাতনামা কর্পোরেট ব্যক্তিত্বরা।

বক্তারা মার্কেটিং বিভাগের ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ‘বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক

বিশ্বে শুধু একাডেমিক শিক্ষাই নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং পরিবর্তিত বাজারব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন অত্যন্ত জরুরি।’ তাঁরা শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই ক্যারিয়ার পরিকল্পনা শুরু করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি ভোক্তা আচরণ (কনজ্যুমার মার্কেট) সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন, ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সময়োপযোগী প্রস্তুতি গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন অধ্যাপক ড. শেখ রফিকুল ইসলাম এবং সঞ্চালনায় ছিলেন অধ্যাপক ড. মাহ্‌মুদুল হাসান ফৈজী।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান আগামী ১০ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিনের কর্মসূচিতে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং অ্যালামনাই, বর্তমান শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকবে।